বিশ্ব সভ্যতা

মিশরের নীলনদ, মেসোপটেমিয়ার দজলা ও ফোরাত নদী, ভারতের সিন্ধু নদ, চীনের হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় মূলত গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতাসমূহ। প্রাচীন গ্রিসেও সভ্যতা বিকশিত অঞ্চলগুলোতে গড়ে উঠেছিলো বেশ কিছু নগর রাষ্ট্র। তন্মধ্যে, স্পার্টা, এথেন্স কিংবা থেব্‌স এর কথা আমরা বলতে পারি। অন্যদিকে, ইতালিতে গড়ে ওঠা নগর রাষ্ট্র হলো পিসা, ফ্লোরেন্স, ভেনিস এবং জেনোয়া। ধারণা করা হয়, বিশ্ব সভ্যতার এই যাত্রা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে শুরু হয়।
উল্লেখ্য, মানব সভ্যতা শুরু হয় কৃষি থেকে। আর আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন।

মেসোপটেমিয় সভ্যতাঃ

- ❑ পৃথিবীর প্রাচীনতম এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে।
- ❑ 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি
- ❑ এই সভ্যতার বেশিরভাগ অঞ্চল অবস্থিত ছিল বর্তমান ইরাকের স্থানে।
- ❑ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহ- সুমিরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, আসিরীয় সভ্যতা, ক্যালডিয় সভ্যতা।

সুমেরীয় সভ্যতাঃ

- ❑ মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা
- ❑ সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কার গুলো হচ্ছে চাকা, পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতি, কিউনিফর্ম নামের লিখন পদ্ধতি, এবং জলঘড়ি।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতাঃ

- ❑ এই সভ্যতা গড়ে উঠে খ্রিস্টপূর্ব ২০৫০ অব্দে
- ❑ ইতিহাসের প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করেন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা রাজা হাম্মুরাবি

- ❑ বিখ্যাত মহাকাব্য গিলগামেশ এই সভ্যতাতেই লেখা হয়।
- ❑ ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান ও অবস্থিত ইরাকে
- ❑ ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান নির্মাণ করেন রাজা নেবুকাড নেজার

ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

আসিরীয় সভ্যতাঃ

- ❑ টাইগ্রিস নদীর তীরে 'আশুর' নামক একটি শহরে গড়ে উঠে এই সভ্যতা।
- ❑ তাদের আয়ের মূল উৎস ছিলো বিভিন্ন জায়গা থেকে লুট করে আনা সম্পদ।
- ❑ এই সভ্যতার মানুষরাই প্রথম বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে বিভক্ত করে এবং পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ তে ভাগ করে।

ক্যালডিয় সভ্যতাঃ

- ❑ সম্রাট নেবুচাদ নেজার ব্যাবিলন শহরে এই সভ্যতা গড়ে তোলেন যাকে নতুন

ব্যবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে।

- ❑ এই সভ্যতায় প্রথম সপ্তাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করা হয়, প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় বিভক্ত করা।

- ❑ আজকের দিনে আমরা যে রাশি চক্র দেখে থাকি তা মূলত ক্যালডিয় সভ্যতায়

আবিষ্কৃত ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জ হতে সৃষ্টি।

- ❑ পারস্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই সভ্যতার পতন ঘটে।

মিশরীয় সভ্যতাঃ

- ❑ নীল নদের অববাহিকায় এই সভ্যতার গড়ে ওঠে।
- ❑ মিশরে গড়ে ওঠা ছোট নগর রাষ্ট্রকে বলা হত 'নোম'।
- ❑ সমগ্র মিশরকে একত্র করেন রাজা মেনেস।
- ❑ পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থাপত্য- মিশরের পিরামিড। সবচেয়ে বড় পিরামিড ফারাও খুফুর পিরামিড যা ১৩ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ।
- ❑ মিশরীয়রা তাদের ভাব প্রকাশ করত হায়ারোগ্লিফিক বর্ণ দিয়ে ।
- ❑ ইতিহাসের যেই বিখ্যাত ক্লিওপেট্রার নাম আমরা শুনে থাকি, তিনি মিশরের রানী ছিলেন। তাকে বলা হয় Serpent of the Nile।
- ❑ ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস- এই গণনারীতির সূচনা মিশরীয়দের হাত ধরেই ।
- ❑ প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হত ফারাও ।

সিন্ধু সভ্যতাঃ

- ❑ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানি ও জন মার্শাল এই

সভ্যতা আবিষ্কার করেন ।

- ❑ হরপ্পা (পাকিস্তানের পাঞ্জাব) ও মাহেঞ্জোদোরোতে (পাকিস্তানের লারকানা)

এই সভ্যতার গড়ে ওঠা ।

- ❑ হরপ্পা নদী গড়ে ওঠে সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর তীরে ।
- ❑ সিন্ধু সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা দ্রাবিড়গণ ।
- ❑ এটি তাম্রযুগের একটি সভ্যতা ।
- ❑ পরিমাপের জন্য বাটখারা ও স্কেল ব্যবহার করত এই সভ্যতার মানুষগণ
- ❑ আনুমানিক ২৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু সভ্যতার পতন হয় ।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)

ফিনিশিয় সভ্যতাঃ

- ❑ লেবানন পর্বত ও ভূ-মধ্য সাগরের মাঝামাঝি ভূমিতে এই রাষ্ট্রের গড়ে ওঠা।
- ❑ সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশিয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বর্ণমালার উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করেন ।
- ❑ ফিনিশীয়দের আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য ।
- ❑ শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে ইতিহাসে তাদের পরিচয়

পারস্য সভ্যতাঃ

- ❑ বর্তমান ইরানের স্থানে পারস্য সভ্যতা গড়ে উঠে।
- ❑ এই সভ্যতার সবচেয়ে সফল শাসক বলা হয় দারিয়ুস কে ।
- ❑ পারস্য সভ্যতার অপর নাম একিমেনিড সভ্যতা ।
- ❑ পারস্যদের ধর্মের নাম ছিল জরথ্রুস্টবাদ। সর্বশক্তিমান প্রভুকে তারা বলতেন আহুরামজাদা ।
- ❑ খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ এ গ্রিক বীর আলেক্সান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন ।

গ্রিক সভ্যতাঃ

- ❑ আজকের দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্র-এর জন্ম এই

গ্রিক সভ্যতাতেই ।

- ❑ প্রাচীন যুগের নগর রাষ্ট্র ছিল গ্রিসে ।
- ❑ গ্রিক দার্শনিকগণ এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন এরিস্টটল, প্লেটো, ও সক্রেটিস ।
- ❑ সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো।
- ❑ প্লেটোর ছাত্র ছিলেন এরিস্টটল।
- ❑ এরিস্টটলের ছাত্র ছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেইট।
- ❑ এই সক্রেটিসকেই হেমলক পান করিয়ে হত্যা করা হয় ।
- ❑ প্লেটো রচিত বিখ্যাত বই- দ্য রিপাবলিক ।
- ❑ গ্রিক মহাকবি হোমার হাজার বছরের পুরোনো কাহিনী নিয়ে রচনা করেন মহাকাব্য ইলিয়ড আর ওডিসি।
- ❑ গ্রিসের বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস (ইডিপাস এর লেখক)।
- ❑ হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে তোলেন গ্রিস ও মেসিডোন এর অধিপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ।

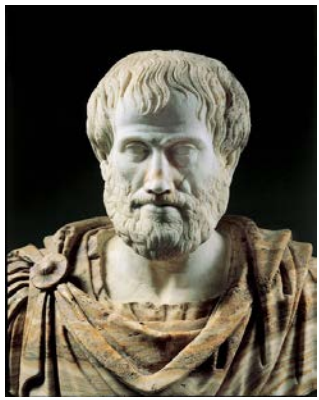

অ্যারিস্টোটলের মূর্তি (ছবিঃ ব্রিটানিকা)

রোমান সভ্যতাঃ

- ❑ রোমান সভ্যতা এমন একটি সভ্যতা ছিল, যা নদীমাতৃক নয় ।
- ❑ ল্যাটিন রাজা রোমিউলাসের নামে রোম নগরীর নামকরণ করা হয় ।
- ❑ জুলিয়াস সিজার ছিলেন একজন রোমান সম্রাট (এখন থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে)
- ❑ Veni Vidi Vici (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম) কথাটি বলেছেন জুলিয়াস সিজার ।
- ❑ এই সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ঘটান রাজা কন্সট্যান্টাইন ।
- ❑ রোমের অর্থনীতি ছিল দাসনির্ভর ।

হিব্রু সভ্যতাঃ

- ❑ হিব্রু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্যালেস্টাইনে ।
- ❑ বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হিব্রুদের বংশধর ।
- ❑ হিব্রুরা ইহুদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল ।

ইনকা সভ্যতাঃ

- ❑ ১৪৩৮-১৫৩৩ ছিল ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ।
- ❑ ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে পেরুতে ।
- ❑ মাচুপিচু হলো ইনকা সভ্যতার নিদর্শন ।
- ❑ তারা জলের সাহায্যে সেচ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ।

চৈনিক সভ্যতাঃ

- ❑ প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীরে তীরে চৈনিক

সভ্যতার সূচনা ।

- ❑ চীনা জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত ।
- ❑ খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে কনফুসিয়াসের দর্শন ধর্মে পরিণত হয় ।
- ❑ ঘুড়ির জন্ম প্রাচীন চীনে ।